Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 504–510
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ব্যবহারের বৈচিত্র্যে বিরামচিহ্ন হাইফেন

অমিত পাত্র
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল : amitptr02@gmail.com

Keyword
শব্দগত বা পদগত ব্যবহার, সংখ্যাগত ব্যবহার, ব্যাকরণগত ব্যবহার, ধ্বনিগত ব্যবহার, অন্বয়গত ব্যবহার, অন্যান্য

Abstract
বাংলা ব্যাকরণের একটি প্রায়-অনালোচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হাইফেন। সাধারণত দুটি পদকে একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে একটি সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করতে হাইফেনের ব্যবহার। কিন্তু সময়ের অগ্রগতিতে হাইফেনের ব্যবহার আজ বহুধাবিস্তৃত। শুধু একাধিক পদকে সংযোগ নয়, কখনো দেখা গেছে কোন একটি শব্দের দল বা অক্ষরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এই হাইফেন। আবার কখনো দেখা গেছে, যে-স্থানে হাইফেনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এ অস্বাভাবিকভাবে অনুপস্থিত। আর যেখানে এ নিষ্প্রয়োজন, সেখানেই এর উপস্থিতি। সুতরাং ব্যাকরণের নিয়ম-রীতির উপর নয়, ব্যবহারকারীর মর্জির উপরেই হাইফেনের ব্যবহার নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। হাইফেনের সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারই আমাদের আলোচ্য।

Discussion
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ মিশনারী আস্‌সুম্পসাঁও-এর হাত ধরে বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার সূচনা। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। ফলসস্বরূপ গ্রন্থও রচিত হয়েছে একাধিক। কিন্তু দু-একটি ছাড়া, প্রচলিত প্রায় সবকটি ব্যাকরণ গ্রন্থেই বিরামচিহ্ন, বিশেষত হাইফেনের আলোচনা দায়সারা গোছের। কোন কোন ব্যাকরণবিদ্ আবার লঘুজ্ঞানে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ এড়িয়েই গেছেন। অথচ আমরা সকলেই জানি, বিরামচিহ্নের সামান্যতম হেরফেরে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড-ই না ঘটতে পারে। শুধুমাত্র বক্তাকে একটানা বলা থেকে বিরাম দিতেই নয়, বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট করতে ও সৌকুমার্য সৃষ্টিতেও বিরামচিহ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ব্যাকরণের সেই প্রায়-অনালোচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাইফেনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইংরেজি 'হাইফেন' শব্দটি ল্যাটিন 'হুফেন' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল 'একসঙ্গে'। দুটি পদকে একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে একটি সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করতে সাহায্য করে এই হাইফেন। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের দিকটিকেই স্মরণে রেখে পণ্ডিতেরা হাইফেনের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় 'সংযোজক চিহ্ন' শব্দবন্ধটি ব্যবহার

করেছেন। কিন্তু এই আভিধানিক অর্থ দিয়ে সংযোজক চিহ্নের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে বসলে আমাদের পদে পদে ঠেকতে হবে। কারণ, কখনো কখনো দেখা গেছে, একাধিক পদকে সংযোগ নয়, কোন একটি শব্দের দল বা অক্ষরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এই হাইফেন। আবার কখনো দেখা গেছে, যে-স্থানে সংযোজক চিহ্নের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এ অস্বাভাবিকভাবে অনুপস্থিত। আর যেখানে এ নিষ্প্রয়োজন, সেখানেই এর 'উজ্জ্বল উপস্থিতি'। সুতরাং বলতে বাধা নেই ব্যাকরণের নিয়ম-রীতির উপর নয়, ব্যবহারকারীর মর্জির উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সংযোজক চিহ্নের ব্যবহার। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কোন একজন লেখকেরই বিভিন্ন সময়ে লেখা রচনায় সংযোজক চিহ্ন ব্যবহারের হেরফের লক্ষ করা যায়। অবশ্য ব্যবহারের এই বিধিবদ্ধহীনতা শুধুমাত্র সংযোজক চিহ্ন নয়, প্রায় প্রতিটি ছেদচিহ্নের ক্ষেত্রেই কথাটি কম-বেশি প্রযোজ্য। ফলস্বরূপ অন্যান্য ছেদচিহ্নগুলির মতোই বাংলা ব্যাকরণে সংযোজক চিহ্নের ব্যবহার জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় গ্রীক ব্যাকরণবিদ দিওনুসিয়াস থ্রাক্স প্রথম হাইফেনের ব্যাকরণগত ব্যবহার করেছিলেন। তিনি দুটি পৃথক শব্দকে জুড়ে একটি শব্দে পরিণত করতে সংযোজক হিসাবে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন (‿) শব্দদুটির নীচের দিকে ব্যবহার করেছিলেন। এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটিকে গ্রীক ভাষায় 'ইনোটিকন' বলা হত। রোমানরা একেই হাইফেন নামে চিহ্নিত করে। অবশ্য থ্রাক্স হাইফেনের প্রথম ব্যবহারকারী হলেও আধুনিক হাইফেনের উদ্ভাবক কিন্তু জার্মানির গুটেনবার্গ। তাঁর তৈরি মুদ্রণযন্ত্রে লাইনের নীচে হাইফেন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একরকম বাধ্য হয়েই তিনি লাইনের মাঝে হাইফেন দেওয়া শুরু করেন। অবস্থান ছাড়া হাইফেনের আকৃতিতেও বদল এনেছিলেন তিনি। অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নের বদলে হাইফেন হিসাবে তিনি একটি ছোট সরলরেখা (-) ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত রীতিই আজ অনুসৃত হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাইফেনকে দেখতে ড্যাসের (—) মতো হলেও দুটি কিন্তু এক নয়। হাইফেনের আকৃতি ড্যাসের চেয়ে ছোট।

ইতিহাস চর্চা ছেড়ে এবার মূল কথায় আসি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে হাইফেনের ব্যবহার আজ বহুধাবিস্তৃত। উদ্ভবকাল আর আজকের সংযোজক চিহ্নের ব্যবহারের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক ঘটে গেছে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য সংযোজক চিহ্নের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারকে **১**। শব্দগত বা পদগত, ২। সংখ্যাগত, ৩। ব্যাকরণগত, ৪। ধ্বনিগত, ৫। অন্বয়গত এবং ৬। অন্যান্য ব্যবহার — এই ৬টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

১. শব্দগত বা পদগত ব্যবহার :

দুটি বা তার বেশি পদকে জুড়ে একটি সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করতেই হাইফেন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। সেই বৈশিষ্ট্য এখনো অটুট আছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যপ্রণালীর ব্যাপ্তি ঘটেছে। সমাসবদ্ধ পদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এখন অন্যান্য ভাবনার জন্ম দিতেও দুটি বা তার বেশি সংখ্যক পদের মাঝে সংযোজক চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য এই ব্যবহার আপেক্ষিক। লেখকের নিজস্ব মানসিকতার উপরই নির্ভর করছে তিনি কোথায় হাইফেন বসাবেন, আর কোথায় বসাবেন না। যাইহোক, পদগত বা শব্দগত ক্ষেত্রে সংযোজক চিহ্নের যে ব্যবহারগুলি সাধারণত হয়ে থাকে সেগুলি নীচে সূত্রবদ্ধ করা হল।

১.১. দুটি সমার্থক বিশেষ্য পদের মাঝে হামেশাই হাইফেন বসে। যেমন— গরিব-দুঃখী, রাজা-বাদশা, বন-বাদাড়, বাড়ি-ঘর, দলিল-দস্তাবেজ, মামলা-মকদ্দমা, পাইক-পেয়াদা, ধন-দৌলত, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাকর-বাকর ইত্যাদি।

১.২. দুটি প্রায় সমার্থক বিশেষ্য পদের মাঝেও হাইফেন বসে। যেমন— আদর-আপ্যায়ন, আদব-কায়দা, সভা-সমিতি, ফন্দি-ফিকির, গল্প-গুজব, শাক-সবজী, খালে-বিলে, ভয়-ডর ইত্যাদি।

১.৩. দুটি বিপরীতার্থক বিশেষ্য পদের মাঝেও হাইফেন বসানো হয়। যেমন— হাসি-কান্না, আলো-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, মেঘ-রৌদ্র, ভালো-মন্দ, ভূত-ভবিষ্যত, অনুকূল-প্রতিকূল, ধাড়ি-বাচ্ছা, দিন-রাত, সোজা-বাঁকা ইত্যাদি।

১.৪. বিপরীত লিঙ্গের দুটি বিশেষ্য পদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— বাবা-মা, দাদা-দিদি, দেব-দেবী, ভাই-বোন, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, নারী-পুরুষ, নর্তক-নর্তকী, ডাহুক-ডাহুকী, ইত্যাদি।

১.৫. দুটি একবর্ণী বিশেষ্যে পদের মাঝেও কখনো কখনো হাইফেন বসে। যেমন— যা-তা, বৌ-ঝি ইত্যাদি।

১.৬. একবর্ণী ও বহুবর্ণী বিশেষ্যে পদের মাঝে প্রায়ই হাইফেন বসিয়ে লেখা হয়। যেমন— ভূ-গোলক, ভূ-পরিচয়, ভূ-সম্পত্তি, ভূ-স্বর্গ, নৌ-বাণিজ্য, সু-লেখিকা, নৌ-যোদ্ধা, মা-ঠাকুমা, মা-ষষ্ঠী, মা-বাবা ইত্যাদি।

১.৭. দুটি বহুবর্ণী বা তার বেশী সংখ্যক বিশেষ্য পদের মাঝে হাইফেন বসিয়ে তাদের সংযুক্ত করা হয়। যেমন— পশু-পাখী, আকাশ-পথে, দাদরি-হত্যা, ভারত-বিরোধী, আইন-পুলিশ-আদালত, শিশু-শয়ন-রাজ্যে, ভজন-ভোজন, বই-খাতা, খাট-পালঙ্ক, থালা-বাটি, নূপুর-রাজেশ, কলকাতা-হলদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-অসম ইত্যাদি।

১.৮. বিশেষ্য ও অব্যয় পদের মাঝেও কখনো কখনো হাইফেন বসতে দেখা যায়। যেমন- ঘরেই-বা ইত্যাদি।

১.৯. সাধারণত শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে তার রূপ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় শব্দটির মূল রূপটিকে অবিকৃত রাখার জন্য মূল শব্দ ও বিভক্তিটির মাঝে হাইফেন যোগ করে লেখা হচ্ছে। যেমন— ভারত-এ, কলকাতায়-য়, সমীর-এর, রাম-কে, অর্জুন-ই, বিদ্যুৎ-এ ইত্যাদি।

১.১০. বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের মাঝেও হাইফেন বসতে দেখা গেছে। যেমন— গা-ঝাড়া, হাত-নাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি।

১.১১. দুটি সমার্থক বা প্রায় সমার্থক বিশেষণের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— চালাক-চতুর, সুস্থ-স্বাভাবিক, রোগা-পাতলা, হাসি-হাসি, সহজ-সরল, আঁকা-বাঁকা ইত্যাদি।

১.১২. দুটি বিপরীতার্থক বিশেষণের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— কাঁচা-পাকা, সোনা-রূপা, হাসি-কান্না, সাদা-কালো, ভালো-মন্দ, লাল-নীল, জল-অচল ইত্যাদি।

১.১৩. বহুপদময় বিশেষণের মাঝে হাইফেনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া হাসি, বাপে-খেদানো-মায়ে তাড়ানো ছেলে, গেরুয়া-সবুজ কুর্তা, পিছনে-ফেলে-আসা দিন, মেঘ-বরণ চুল, কুচ-বরণ কন্যা, ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী, চোখে-চাপা-দেওয়া আঁচল, রঙ-চঙে চৌকি ইত্যাদি।

১.১৪. দুটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদের মাঝে হাইফেন ব্যবহারের রীতি আছে। যেমন— তিন-তিনটে, পাঁচ-পাঁচটা, দ্বি-বিংশতি, এক-বিংশতি ইত্যাদি।

১.১৫. সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও বিশেষ্যে পদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— দু-মুখে, ছ-আনি, দু-চোখ, ছ-টাকা ইত্যাদি।

১.১৬. বিশেষণ ও বিশেষ্যের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— রাঙ্গা-নদী, অগ্রজ-প্রতিম, নূতন-জল, কাঁচা-সোনা, বুনো-হাঁস, ছোট-নদী, খোঁড়া-বাঘ, পোষা-পাখি, কালো-পেঁচা, ছুঁচালো-মুখ, ঝাঁকড়া-মাথা ইত্যাদি।

১.১৭. বিশেষ্য ও অব্যয় পদের মাঝেও হাইফেনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন— পা-টি, হাত-টা, গা-টি ইত্যাদি।

১.১৮. দুটি সর্বনামের মাঝেও হাইফেন বসতে দেখা যায়। যেমন— তুমি-আমি, যে-কেহ, এ-ও, যে-সে, কিছু-কিছু, কেউ-কেউ, যার-যার, এটা-সেটা, যার-তার, আর-কিছু ইত্যাদি।

১.১৯. সর্বনাম ও বিশেষ্য পদের মাঝে হাইফেনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন— যে-সমস্ত, যে-পথে, সে-কথা, ক-মাস, সে-গ্রাম, এ-গ্রাম, এ-বিল, ও-বিল ইত্যাদি।

১.২০. সর্বনাম পদ ও বিভক্তির মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— এ-র, ও-র, ও-ই, আমি-ই, তুমি-ই, সে-ই, তাহারা-ই ইত্যাদি।

১.২১. সর্বনাম ও অব্যয় পদের মাঝেও হাইফেন বসে। যেমন— এ-টা, সে-টা, যে-টা, ক-টা ইত্যাদি।

১.২২. পরপর ব্যবহৃত দুটি একইরকম পদের মাঝে হাইফেনের ব্যবহার লক্ষিত হয়। পদের এই পুনরাবৃত্তি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। নীচে সেগুলি উল্লেখ করলাম—

১.২২.১. পুনরাবৃত্ত বোঝাতে : ক) ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাইরে যাস কেন রে?
খ) আমার সাথে-সাথে ঘুরবি না।

১.২২.২. ব্যাপ্তি বা বহুলতা বোঝাতে : ক) জেলায়-জেলায় সরকারি সাহায্য পৌঁছে গেছে।

খ) রিলিফের লোকগুলি ধামা-ধামা লুচি বিলি করছে।

১.২২.৩ নিশ্চয়তা বা গভীরতা বোঝাতে : ক) ঠিক-ঠিক উত্তর দাও।

খ) রাম-শ্যাম দুই বন্ধুর গলায়-গলায় ভাব।

১.২২.৪. আসন্নতা বোঝাতে : ক) প্রদীপটা নিবু-নিবু হয়ে এসেছে।

খ) শেষে নৌকা আর থাকে না; সব যায়-যায়।

১.২২.৫. সঙ্কোচ বা আশঙ্কা বোঝাতে : ক) কথাটা বাবাকে বলি-বলি করেও বলা হয়নি।

খ) গুণ্ডাদের জন্য সর্বদাই ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়।

১.২২.৬. অনুকরণমূলক ক্রীড়া বোঝাতে : ক) 'এখন আমি তোমার ঘরে বসে/ করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।'

খ) ছেলেরা টিফিনে চোর-চোর খেলছে।

১.২২.৭. মৃদুতা বা অসম্পূর্ণতা বোঝাতে : ক) কার্তিকের সকালে গাটা শীত-শীত করছে।

খ) শিশুর মুখের আধো-আধো বুলি/ বল না তোরা কেমন করে ভুলি।

১.২৩. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় পদের মাঝে হাইফেন বসানোর রীতি আছে। যেমন— মর-মর, টন-টন, টস-টস, গর-গর, ডুম-ডুম, ছল-ছল, ঝক-ঝক, হু-হু, ছপ-ছপ, ঝুর-ঝুর ইত্যাদি।

১.২৪. শোক-খেদ প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক দুটি অব্যয়ের মাঝেও কখনো কখনো হাইফেন বসে। আহা-হা, হা-হন্ত ইত্যাদি।

১.২৫. কখনো কখনো অব্যয় ও ক্রিয়াপদকে জুড়তে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন— সাঁ-করে, কটাস-করে, না-বলে, দেখই-না ইত্যাদি।

১.২৬. অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মাঝে কখনো কখনো হাইফেনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— করতে-করতে, যেতে-যেতে, দেখতে-দেখতে, লাফাতে-লাফাতে, ভাবতে-ভাবতে, দোলাতে-দোলাতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে, শুকিয়ে-শুকিয়ে, বলতে-বলতে, হেলতে-দুলতে, নাড়তে-নাড়তে, ঘুরতে-ঘুরতে ইত্যাদি।

১.২৭. বিপরীতার্থক শব্দযোগে গঠিত সংযোজকমূলক ক্রিয়াপদের মাঝে হাইফেন বসতে দেখা যায়। যেমন- ওঠা-নামা করা, যাওয়া-আসা করা, বহাল-বরখাস্ত করা ইত্যাদি।

১.২৮. যৌগিক ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হলে সেখানে হাইফেন বসে। যেমন — ঘর-পোড়া গোরু, ঝড়ে-বিধ্বস্ত বাড়ি, ছাই-চাপা আগুন, মাছ-কাটা বঁটি, পোকায়-কাটা বই ইত্যাদি।

১.২৯. উপসর্গ ও বিশেষ্যের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— অনা-মুখো, হা-ভাতে, বি-ভাষা, কু-চিন্তা, অ-দেখা, অ-চেনা, সু-গম, বে-টাইম, বে-মালিক ইত্যাদি।

১.৩০. উপসর্গ ও ক্রিয়াপদের মাঝেও কখনো কখনো হাইফেনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— না-করে, না-রেখে, না-জানিয়ে, না-পড়ে ইত্যাদি।

১.৩১. দুটি অনুসর্গের মাঝেও হাইফেন বসতে দেখা যায়। যেমন— সঙ্গে-সঙ্গে, পাছে-পাছে, কাছে-কাছে, পাশে-পাশে ইত্যাদি।

১.৩২. পদবিকারবাচক শব্দদ্বৈতের মাঝেও হাইফেন বসিয়ে লেখার প্রচলন আছে। পদবিকারমূলক শব্দদ্বৈতে কখনো প্রথমাংশটি অর্থপূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয়াংশটি প্রথমাংশেরই বিকৃত রূপ। কখনো কখনো আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে। যেমন—

১.৩২.১. প্রথমটি সার্থক ও দ্বিতীয়টি নিরর্থক : ভাত-টাত, পয়সা-টয়সা, বাড়ি-টাড়ি, লুচি-টুচি, নরম-সরম, ডাগর-ডোগর, এণ্ডি-গেণ্ডি, তীর্থ-টির্থ, পুঁটলি-পোঁটলা, ঝোলা-টোলা, কলসি-টলসি ইত্যাদি।

১.৩২.২. প্রথমটি নিরর্থক ও দ্বিতীয়টি সার্থক : হিল্লি-দিল্লি, অদল-বদল, অলি-গলি, আগানে-বাগানে ইত্যাদি।

১.৩৩. বিদেশী ও বাংলা শব্দের মাঝে হাইফেন বসিয়ে শব্দ দুটিকে জোড়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন— হাট-বাজার, হেড-পণ্ডিত, সাজ-সরঞ্জাম, দুধ-পাঁউরুটি।

১.৩৪. কখনো কখনো দুটি বিদেশী শব্দের মাঝে হাইফেন বসিয়েও লিখতে দেখা যায়। যেমন— উকিল-ব্যারিস্টার, তোয়ালে-চাদর, কাগজ-পেনসিল।

১.৩৫. প্রতিবর্ণীকৃত (এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষার লিপিতে লেখা) বিদেশী শব্দ ও দেশী বিভক্তি চিহ্নের মাঝে প্রায়-ই হাইফেন বসিয়ে লেখা হয়। যেমন— ট্রেন-এ, ক্লাস-এর, স্কুল-কে, প্রথম ওয়ান ডে-তে ইত্যাদি।

১.৩৬. মুণ্ডমাল শব্দের মাঝে বিন্দু (.) চিহ্নের বদলে কেউ কেউ হাইফেন ব্যবহার করেন। যেমন— সি-আই-ডি, আই-পি-এস, আই-এস ইত্যাদি।

১.৩৭ প্রতিষ্ঠান ও পদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— পঞ্চায়েত-প্রধান, স্কুল-শিক্ষক, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, ইত্যাদি।

১.৩৮. বিভাগ ও পদের মাঝেও হাইফেন বসে। যেমন— পুর-মন্ত্রী, স্বাস্থ্য-সচিব ইত্যাদি।

১.৩৯. দুটি দিকের সমন্বয়ে গঠিত দিকগুলি নির্দেশের সময়কালে তাদের মাঝে হাইফেন বসিয়ে লেখা হয়। যেমন— উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ইত্যাদি।

১.৪০. কোন স্থান ও সেই স্থানে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা বলার সময় দুটির মাঝে হাইফেন বসিয়ে লেখা হয়। যেমন— কলকাতা-পূজা, ব্রাজিল-অলিম্পিক ইত্যাদি।

১.৪১. কোন ব্যক্তি বা স্থানের পরিচয় গোপন করার সময় ব্যবহৃত বর্ণ বা শব্দটির পরে হাইফেন বসানো হয়। যেমন— ক-পুরের লোকে কী প্রয়োজনে খ-পুরে বা গ-পুরের খণ্ডে যাবে কিংবা ক-বাবু বললেন আর খ-বাবু শুনলেন।

২. সংখ্যাগত ব্যবহার :

শব্দগত বা পদগতের মতো সংখ্যাগত ক্ষেত্রেও হাইফেন তার বিচিত্র বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত। নীচে সংখ্যাগত ক্ষেত্রে হাইফেনের ব্যবহারগুলিকে উল্লেখ করলাম।

২.১. ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডকে পৃথক করতে কোথাও কোথাও বিন্দু (.) চিহ্নের বদলে হাইফেন-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— ৬-৩০-৫৭, ৮-২৮-৫৭, ৪-৪৫-২১ ইত্যাদি।

২.২. একই ভাবে দিন, মাস ও বছরকে আলাদা করতে এদের মাঝে বিন্দু (.) বা তির্যক (/) চিহ্নের বদলে কেউ কেউ হাইফেনও ব্যবহার করে থাকে। যেমন— ১০-১১-২০১৫, ২০-০৫-২০১০, ১২-১০-১৯৯৭ ইত্যাদি।

২.৩. কোন শব্দের বিশেষণ রূপে যখন কোন সংখ্যা বসে তখন সেই সংখ্যা ও শব্দের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— ৫-ইঞ্চি, ১০-হাত, ৬-ফুট ইত্যাদি।

২.৪. কোন সংখ্যার পরে বিভক্তি বসলে সেই সংখ্যা ও বিভক্তির মাঝে হাইফেন বসে। যেমন— ২০১২-য়, ২০১১-তে, ২০১৫-র, ১৩৬৯-এ ইত্যাদি

২.৫. দুটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ধারাবাহিকতা বোঝাতেও সংখ্যা দুটির মাঝে সংযোজক চিহ্ন বসানো হয়। এখানে হাইফেন-টির অর্থ হল 'থেকে'। যেমন— ২-৫, ৩৫-৩৭, ৫ম- ৮ম, ১৯৯০-২০০১, ২০০৫-২০১০ ইত্যাদি।

আবার দুটি নির্দিষ্ট দিন ও মাসের মধ্যে ধারাবাহিকতা বোঝাতেও সংযোজক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়। যেমন— সোমবার-শনিবার, জুলাই-ডিসেম্বর, বৈশাখ-আশ্বিন ইত্যাদি।

২.৬. টেলিফোন নাম্বারের জেলা, ব্লক ও বাড়ির নম্বরটিকে পৃথক করতেও আমরা সংযোজক চিহ্ন ব্যবহার করি। যেমন— ১৮০০-৩৪৫-১২৫৩, ২২৩২১২-২৫৭-৪৪১ ইত্যাদি

২.৭. ক্রিকেট খেলার স্কোর লেখার সময়ও রান ও উইকেটকে পৃথক করে বোঝাতে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন— ১৩০-৩, ২৫০-৭ ইত্যাদি। ফুটবল খেলার স্কোর লেখার সময় দুটি দলের গোল সংখ্যার মাঝে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন— ব্রাজিল ৩-০ গোলে ইতালিকে হারিয়ে দিল।

৩. ব্যাকরণগত ব্যবহার :

ব্যাকরণসংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রেও আমরা সংযোজক চিহ্নের ব্যবহার করে থাকি। নিচে সেগুলিকে সূত্রবদ্ধ করলাম—

৩.১. স্বরবর্ণগুলিকে আলাদা করে চিনিয়ে দিতে আমারা হাইফেনের ব্যবহার করে থাকি। যেমন— অ-কার, আ-কার, ই-কার, উ-কার, এ-কার, ও-কার ইত্যাদি।

৩.২. এমন কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সেগুলিকে আলাদা করে চেনার জন্য আমরা ব্যঞ্জনবর্ণটির সঙ্গে তার উচ্চারণ স্থানটিও উল্লেখ করে থাকি। এই সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও তার উচ্চারণ স্থানটির মাঝে হাইফেনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন— বর্গীয়-জ, তালব্য-শ, দন্ত্য-স, দন্ত্য-ন, মূর্ধন্য-ন ইত্যাদি।

৩.৩. বিশেষ কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের লিপিরূপে হাইফেন বসানো হয়। যেমন— ব্-ফলা, য্-ফলা র-ফলা ইত্যাদি।

৩.৪. মূল শব্দের থেকে উপসর্গকে পৃথক করতে উপসর্গের পরে হাইফেন বসানোর রীতি আছে। যেমন— প্র-, পরা-, অপ-, সম-, নি- ইত্যাদি।

৩.৫. বিভক্তি চিহ্নের আগে কখনো কখনো হাইফেন বসে। যেমন— -কে, -রে, -এর, -ই, -র, -য় ইত্যাদি।

৩.৬. কোন শব্দের দল বা অক্ষর বিশ্লেষণের সময় হাইফেন বসিয়ে অক্ষর গুলিকে পৃথক করা হয়। যেমন— বৃন্দাবন= বৃন্-দা-বোন্, নালন্দা= না-লন্-দা, জানকী= জা-ন-কী, পশ্চিম= পশ্-চিম্ ইত্যাদি।

৩.৭. সন্ধিতে অনেক সময় পূর্বপদ ও পরপদের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনকে রোধ করার জন্য অনেক সময় হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন— রবীন্দ্র-উত্তর, গণ-আন্দোলন ইত্যাদি।

৪. ধ্বনিগত ব্যবহার :

ধ্বনিগত ক্ষেত্রেও সংযোজক চিহ্নের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

৪.১. সাধারণত গান করা, কাঁদা কিংবা দূরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করার সময় আমরা বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির কোন একটি বা একাধিক ধ্বনিকে হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে টেনে উচ্চারণ করি। আর টেনে উচ্চারণকারী ধ্বনিগুলির সুরের প্রবাহমানতা বোঝানোর জন্য প্রত্যেকটি ধ্বনির মাঝে সংযোজক চিহ্ন বসাই। যেমন— কুবের হে-এ-এ-এ মাছ কিবা। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা,

৪.২. আবেগ, উচ্ছাস, ভীতি বা বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশ করার সময়ও কখনো কখনো এক বা একাধিক পদের ধ্বনিগুলিকে টেনে উচ্চারণ করা হয়। উচ্চারিত সেই পদটির ধ্বনিগুলির মাঝে হাইফেন বসিয়ে প্রবহমানতা নির্দেশ করা হয়। যেমন— আমি তোমার সঙ্গে যাবো না-আ-আ-আ, আমি তোমায় খু-উ-উ-উ-ব ভালোবাসি ইত্যাদি।

৫. অন্বয়গত ব্যবহার :

বাক্যের অন্বয়গত কারণেও কোথাও কোথাও হাইফেনের ব্যবহার হতে দেখা গেছে। সেগুলি নিম্নরূপ।

৫.১. বিশেষ ধরণের শব্দবন্ধ সৃষ্টি করতেও কখনো কখনো হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন— সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী, সাত-রাজার-ধন-এক-মানিক ইত্যাদি।

৫.২. বাক্যের গতিবেগ বজায় রাখতে ব্যবহৃত পদগুলির মধ্যে প্রবহমানতা নির্দেশ করতেও কোথাও কোথাও হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন— বসতে-না-বসতে, যেতে-না-যেতে, খেতে-না-খেতে, চোগা-চাপকান-টুপি, ইত্যাদি।

৬. অন্যান্য ব্যবহার :

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি স্থানে সংযোজক চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেগুলি নিম্নরূপ—

৬.১. কোনো পংক্তির শেষে যদি কোনো পদের সম্পূর্ণ অংশটি বসানোর স্থান না হয় তাহলে পদটির প্রথমাংশটি বসিয়ে সংযোজক চিহ্ন বসিয়ে পংক্তিটি শেষ করা হয় এবং বাকি অংশটি পরবর্তী পংক্তিতে বসানো হয়। সাধারণত পৃষ্ঠার ডান দিকের মার্জিনকে সমান রাখার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

৬.২. দুই বা তার বেশি পদ পরপর বসলে সাধারণত কমা চিহ্ন (,) ব্যবহার করে তাদের পৃথক করা হয়। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কখনো কখনো কমার বদলে হাইফেনকে বসতে দেখা যায়। যেমন— স্টার স্পোর্টস2-স্টার স্পোর্টস3-স্টার জলসা এবং স্টার গোল্ডে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। **৬.৩** অনেক সময় দেখা যায় দুটি শব্দের মাঝে হাইফেন বসছে অথচ তাদের মধ্যে কোন শব্দজোড় সৃষ্টি হচ্ছে না। যেমন— যাচ্ছি-যাব, দিচ্ছি-দেব, হচ্ছে-হবে, বাবা-বাছা ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ইসলাম, রফিকুল ও পবিত্র সরকার (সম্পাদক), বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১৭

২. দাশগুপ্ত, প্রবাল (সম্পাদক), আলোচনা চক্র সংকলন - ২৮ (ভাষাতত্ত্ব বিশেষ সংখ্যা), কলকাতা-৫৬, জানুয়ারী ২০১০

অন্তর্জাল সূত্র :

১. https://en.wikipedia.org